TF-2901_CPF

শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ SSC পাশ।

পেসাঃ পোল্ট্রি ব্যবসা।

প্রঃ তো পোল্ট্রি থেকে মাসে আনুমানিক কিরকম আয় আসে ?

উঃ হয় এক বেচায় আসে হাজার দশেক টাকা আরেক বেচায় আসে না এই ধরনের।

প্রঃ কিন্তু গড়পড়তা করলে কিরকম আসে ?

উঃ গরপড়তা করলে কিছুই নাই।

প্রঃ মানে লাভ সেরকম হয় না ?

উঃ হুম।

প্রঃ তো লাভ না হওয়ার কারন কি মনে হয় ?

উঃ লাভ যদি প্রতি বেচায় হয় তাহলে সে হইত এক বেচায় হয় আরেক বেচায় হয় না , বাচ্চার দাম বেশি।

প্রঃ বাচ্চা কত করে কিনতেছেন এখন ?

উঃ ৭০।

প্রঃ ৭০ টাকা ?

উঃ একটা বাচ্চা ৭০ টাকা কিনা পরতেছে।

প্রঃ আর কেজি ব্রিক্রি করতেছেন কত করে ?

উঃ কেজি ব্রিক্রি করছি ১২০ টাকা ১৩০ টাকা।

প্রঃ আচ্ছা আচ্ছা তো অ্যা এই ইএ মুরগী লালন পালন বা এই পোল্ট্রির সাথে আপনি কতদিন ধরে জরিত ?

উঃ ঐযে ২০০৪ এর থিক্কা ।

প্রঃ ২০০৪ থেকে আচ্ছা ইমম ইমম এখন এই মুহুরতে কতটা মুরগী আছে আপনার ফার্মে ?

উঃ ফাইভ হানড্রেড।

প্রঃ তো এইগুলোর বয়স কতদিন হইছে এখন ?

উঃ বয়স হয়েছে আজকে ১৭ দিন।

প্রঃ এএএ তো মুরগীর দেখা শুনা করতে গিয়ে কি কি কাজ করতে হয় আপনাকে এর মধ্যে ?

উঃ মুরগী দেখা সুনা করতে গিয়ে মুরগীরে পানি দিতে হয় মুরগীরে খাবার দিতে হয় তারপর মুরগীর এয়েটা উলটিয়ে দিতে হয়, লারাচারা কইরা দিতে হয় যাতে না ভিজে শুকিয়ে থাকে, শুকনো থাকে।

প্রঃ আচ্ছা কেনা ব্রিক্রি এগুলোও তো করতে হয় ?

উঃ কেনা ব্রিক্রি করতে হয় তো মাস শেসে, মুরগী যখন বড় হয় তখন।

প্রঃ আর ঐযে প্রত্যেক টা ইয়ে শেসে ওই ময়লা গুলো কিভাবে পরি মানে ওইটা কি পুরাটা ফেলে দিতে হয়, দিয়ে তখন ধুইতে হয় ?

উঃ হ্যাঁ পুরাটা ফেলে দিতে হয়।

প্রঃ তো এইযে মুরগীর বাচ্ছাগুলো যে কিনেন এইগুলো কিনেন কোথাথেকে ?

উঃ এইগুলা এইযে ই আছে এজেন্ট আছে ।

প্রঃ এজেন্ট কোন মানে নাম কি উনার ?

উঃ উনার নাম এইয়ে শহিদুর রহমান ।

প্রশ্নঃ কোথায় ?

উ: ধরলাতে

প্রঃ ধরলাতে আচছা তো মুরগী ওইখানে ব্রিক্রির সিস্টেম টা কি, মানে কিভাবে ব্রিক্রি করে ?

উঃ ওই উনি ব্রিক্রির উনি আমারে দিবো দিয়া তারপরে লাস্টে যখন ব্রিক্রি শেষ তহন উনার টাকা উনি বুইঝা নিয়া যাবে ।

প্রঃ ব্রিক্রি কি উনার কাছেই করতে হয়?

উঃ উনি করবে উনিই করবে ।

প্রঃ আর খাবারও কি উনার কাছে কিনতে হয় ?

উঃ হ্যাঁ ।

প্রঃ ঔষধ পত্র সবকিছু ?

উঃ ঔষধও হ্যাঁ, হ।

প্রঃ সে ক্ষেত্রে কি পুরাই ইনভেস্টমেন্ট আপনাকে দিতে হয় নাকি সে আপানকে বাকিতেও দেয় ?

উঃ না সম্পূর্ণ বাকি।

প্রঃ পুরাটাই বাকি ?

উঃ পুরাটাই।

প্রঃ তারমানে হচেছ আপনি এখানে যায়গা আর শ্রম দিচ্ছেন আর তার পুজি ব্রিক্রি হইলে সেউ লাভ পাবে আপনিও লাভ পাবেন ?

উঃ না ইমম .... সে তার যে আমার কাছে যে বাচ্চা দিল ঔষধ দিবে খাদ্য দিবে এই টাকা হিসাব করে নিয়ে যদি থাকে আমাকে দিবে না থাকলে লস আমার ।

প্রঃ আর যদি কোন কারনে ধরেন কোন একটা ব্যাচ এ লস হইল তখন লসটা কি আপনার বিয়্যার করতে হয়?

উঃ হুম অইডা আমাকেও দিতে হবে , হ্যাঁ ।

প্রঃ আচ্ছা আচ্ছা এ্যা তো ধরেন মুরগী ভাল রাখার জন্য হ্যাঁ কোন কোন বিষয় গুলা আসলে বেশি খেল করতে হয় বা সফল ভাবে একটা মুরগীর ব্যাচ থেকে লাভ করার জন্য কি কি বিষয় আসলে মাথায় রাখতে হবে কোন বিষয় গুরুত্ত দিতে হয় বেশি?

উঃ মুরগী কিভাবে ভাল থাকবে মেইন হচ্ছে যে ভাল থাকলে , মুরগীর শরীর ভাল থাকলে মুরগীর একটা উজন আছে।

প্রঃ ভাল রাখার জন্যে কি কি করতে হয় আসলে ?

উঃ রাখার জন্যে অনেক কিছুই করতে হয় বেস ইয়ে করতে হয়, মানে চেক দিতে হয় ভাল কইরা যেন রোগ যাতে না লাগে, হেই ধরনের মনে করেন যে.....

প্রঃ রোগ না ধরার জন্যে তো ঔষধ পত্র দিতে হয় ?

উঃ হ্যাঁ ঔষধ পত্র দিতে হয়।

প্রঃ আর এইযে পোল্ট্রি খাবার যেটা এইগুলা কি সব কিনা খাবার দিতে হয় নাকি ?

উঃ হুম ।

প্রঃ ধরেন বাজারে ধরেন দশটা ব্র্যান্ডের খাবার যদি থাকে তো আপনি দশটা ব্র্যান্ডের মধ্যে কোন খাবার টাকে সিলেক্ট করেন বা কেন করেন ?

উঃ কোন খাবারটা সেলেক্ট করার ই নাই আমাদের, আমদের এজেন্টের যেটা দিবো আনবে সেটাই খাওয়াইতে হইতেছে।

প্রঃ মানে এজেন্ট যখন যেটা নিয়া আসবে তখন সেটাই খাওয়াতে হবে, এই মুহূর্তে কোন ব্রান্ডের খাবার খাওয়াচ্ছেন?

উঃ এটা ওই বিশ্বাস।

প্রঃ বিশ্বাসের, তো অন্যগুলার তুলনায় এটা কেমন মনে হয়?

উঃ নাইত ওই একটাই আনে উনি, ওটাই আমাদের খাওয়াতে হয়।

প্রঃ তার মানে যখন যে ডিলার যেটা আনে তখন সেটাই দেন।

প্রঃ তারপর হ্যাচারি থেকে যে বাচ্চাগুলা আনেন, যখন যেটা সে আনবে তখন সেটাই?

উঃ সেটাই আমাদের ব্যবহার করতে হবে।

প্রঃ সেটার মান খারাপ বা ভাল হইলে তখন আপনারা কি করেন ?

উঃ ওইটা কি"ছু করার নাই।

প্রঃ আ"ছা আ"ছা।

উঃ ওইটা তো আমাদেও কি"ছু করার নাই উনি যেটা দিবো সেটাই।

প্রঃ ঔষধ পত্রের ক্ষেত্রে কি কোন ব্রান্ডের, ধরেন একটা ঔষধ ধরেন এ,সি,আই ,স্কয়ার বিভিন্ন কোম্পানির আবার বেনামি কোম্পানিও থাকতে পারে?

উঃ ঔষধ আমার ঘরে যা আছে দেহেন গা সব স্কয়ার এর ঔষধই।

প্রঃ এইগুলা কি এবল এবল দোকানে থাকে নাকি ?

উঃ মানে মটামটি থাকে আর কি।

প্রঃ তার মানে আপনি ভাল ব্রেন্ডের ঔষধটাই নেন ?

উঃ আমি স্কয়ারের ঔষধই আনি ।

প্রঃ ধরেন এইযে বললাম যে সফল ভাবে একটা মুরগীর ব্যাচ তোলার জন্যে অনেক গুলা বিষয়ই গুর"ত্তপূর্ন থাকতে পারে তার মধ্যে এহ মানে কোন জিনিসটা বেশি গুরত্তপুর্ন ?

উঃ মেইন হ"ছ মুরগীর জন্যে মেইন হ"ছ পানি।

প্রঃ পানি, আ"ছা ।

উঃ হ্যাঁ কারন এটা হল সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে হবে, পানিটা ঠিক, পানিটা ভাল পানি খায়াইতে হবে, ঐযে মইলা মুরগী যখন পানিটা খায় খাওয়ার পরে যে এস দিয়া মইলা টয়লা দেয় ওইগুলা ভাল কইরা দেইখা ফালিয়ে দিয়া আবার নতুন পানি দিলে মুরগী ভাল থাকবে।

প্রঃ আ"ছা এমনি খাবারের দিক থেকে দরেন গ্রোথ বারবে এরকম খাবার মানে এটা কি মাথায় থাকে যে যেটাতে গ্রোথ ভাল হবে মুরগীর সেটা খাওয়াই এরকম ?

উঃ এরকম মাথায় থাকলে উপায় নাই, এটা আমরা .....আমি আমি আনতে পারবো না ।

প্রঃ তো এই খাবার গুলার মধ্যে সাধারনত কি কি ধরেনের উপাদান ব্যবহার করে?

উঃ আছে মনে করেন যে নাজেসের খাবার আছে সি,পি এর খাবার আছে এইগুলা অনেক উন্নত মানের খাবার তো, এই গুলা এদিক দিয়ে আসেই না।

প্রঃ আসে না আ"ছা আ"ছা, তো এই খাবারের মধ্যে সাধারনত কোম্পানি গুলা কি কি ধরেনের জিনিস দেয়, মানে কোন এডিটিভ ইউছ করে কিনা বা কোন ধরনের গ্রথের জন্য ?

উঃ এইগুলা তো আর আমারা বলতে পারবো না, এইগুলা আমাদেও জন্য.....।

প্রঃ আ"ছা, আর ঔষধ টুউসধ সবকিছু এখান থেকে দিতে হয়?

উঃ জি।

প্রঃ শুধু খাবার আর ঔষধ এছাড়া এর বাইরে তো কিছু দিতে হয় না পানি ছাড়া ?

উঃ না।

প্রঃ আ"ছা, তো আর ধরেন এইগুলা ছাড়া ধরেন ভাল রাখার জন্য আর কি কি ব্যবস'ার ভিতরে রাখতে হয়?

উঃ আই মনে করেন যে কয় দিন পর পর স্প্রে কইরা দিতে হয়।

প্রঃ স্প্রে করতে হয় , কত দিন পর পর সেটা ?

উঃ শাপ্তাহে একদিন স্প্রে কইরা দিতে হয় , লিটার চেঞ্জ কইরা দিতে হয়, আস পাশ পরিষ্কার রাখতে হয়।

প্রঃ আ"ছা লাইট টাইট এর ব্যবস'া করতে হয় নাকি ? থান্ডার সময় ?

উঃ লাইট টাইট এর ব্যবস'া হইল শীতে।

প্রঃ আ"ছা শীতের মধ্যে।

উঃ লাইট ফেন সবই আছে গরমে ফেন আছে শীত এ লাইট আছে।

প্রঃ আ"ছা আ"ছা , অসুখ বিসুখ এর জন্য সাধারণত কি কি ধরনের অসুখ মুরগীর হয় ?

উঃ ঠান্ডা লাগে বেশি।

প্রঃ ঠান্ডা লাগে ।

উঃ ঠান্ডা লাগে তারপরে মনে করেন আপনে আমাশা এই ধরনের রোগই হয় বেশি।

প্রঃ আচ্ছাআচ্ছা, তো কোন সিজন এ এটা বেশি হয় ?

উঃ মনে করেন যে শীতের মধ্যে ঠান্ডা লাগে বেশি, গরেমর আমাশা হয় বেশি।

প্রঃ আচ্ছাআচ্ছা, তো এই দুইটার জন্যে কি ঔষধ বেশি ব্যবহার করতে হয় ?

উঃ হ্যাঁ ঔষধ এই দুইটার জন্যে বেশি ব্যবহার করতে হয়।

প্রঃ তো কি ধরনের ঔষধ এটা ?

উঃ আমম.... এটা আমাশার ঔষধ আমাশা ।

প্রঃ কিন্তু এটা কি এন্টিবায়টিক নাকি কোন ধরনের ঔষধ ?

উঃ হ্যাঁ এন্টিবায়টিক।

প্রঃ এন্টিবায়টিক, তো ধরেন আপনার ৫০০ মুরগীর মধ্যে ৫টা মুরগী বা ১০টা মুরগী অসুস' হল তখন কি করেন ওই মুরগী গুলোকে?

উঃ সমস্ড় মুরগীরে ঔষধ খায়াইতে হবে।

প্রঃ মানে অইএগুলা সহ সবগুলা কেই খাওয়াতে হয়?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ ধরেন শীত পরল এখনো কোন মুরগী অসুস’ হয় নাই কিন্‘ আপনে জানেন যে শীত কালে অসুখ হয়ার স্মভাবনা আছে তখন কি আগাম অসুখ খায়াইতে হয় নাকি ?

উঃ আগাম একটা পিপেড ডেট দিতে হয়।

প্রঃ আ”ছা মানে আগে থেকেই দিতে হয় ?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ আর মুরগীর যখন আমাশা জাতিয় কিছু হয় তখন কি সবগুলকে ঔষধ দিতে হয় ?

উঃ হ্যাঁ, তখন আর মাপ নাই সবগুলুকা দিতে হয় ।

প্রঃ ধরেন আসে পাশে যখন খামারিদেও কাছে সুনেন যে মহামারী বা মরগ লাগছে তখন আসলে কি করেন? নিজের খামার কে ঠিক রাখার জন্যে?

উঃ সেভ রাখার জন্য বার বার স্প্রে করতে হয় মনে করেন সপ্তাহে একদিন তারপওে হয়ত একদিন পর পর ।

প্রঃ আ”ছা ওইটা কি জীবাণু নাশক স্প্রে ?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ আর ঔষধ এর ক্ষেত্রে ? ঔষধ বা এন্টিবায়টিক এর ক্ষেত্রে?

উঃ ঔষধ আর এন্টিবায়টিক হয়তো অডা রোগ না হইলে ঔষধ দিলে লস হয় বেশি ।

প্রঃ ঔষধ এর দামটা চলে যায়?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ কিন্‘ ধরেন প্রিপারেটরি ইয়ে যে মানে অসুখ আসার আগেই তো দিতে হয় ?

উঃ ওইটা সামান্য একটা ডস শুধু, এক ডস এ খুব একটা ইয়ে হয় না।

প্রঃ ধরেন এইযে একদিন থেকে মুরগীটা ৩০ দিন বা ৩২ দিন রাকবেন এরমধ্যে এন্টিবায়টিক ঠান্ডার জন্যে কতবার দিতে হয় ?

উঃ কম পক্ষে ৩ থেকে ৪ বারই দিতে হয়।

প্রঃ আ”ছা কত কত বয়সে বয়সে ?

উঃ মনে করেন শুর“ হয় একদম ইমম বর্ডিং এ দিতে হয় আবার ছয় শাত দিন পরে দিতে হয়। তারপওে আআর পনেরো দিনে দিতে হয়,আবার ২০-২২ দিন এ দিতে হয় ।

প্রঃ আছা এক একবার দিলে কয়দিন দিতে হয় ?

উঃ তিন দিন।

প্রঃ তিন দিন করে টানা আ”ছা, এছাড়া ভিটামিন টিটামিন সবসময় চলতে থাকে ?

উঃ ভিটামিন শীতের মধ্যে একটু বারতি দাওয়া যায় গরমের মধ্যে দিতে খুব রিস্ক।

প্রঃ মানে কি মরে যায় নাকি ? স্ট্রোক করে নাকি ?

উঃ স্ট্রোক করে পাতলা পাইখানা হয়ে যায় গরম তো ভিটামিন টা তো ভিটামিন জিনিস টাইতো গরম।

প্রঃ অহ আ"ছা , এইযে শীত কাল আর গরম কাল এই দুই সিজনের মধ্যে বা শীত কাল বা বর্ষা কাল এই দুই সিজনের মধ্যে পার্থক্য কি ? পালার ক্ষেত্রে ঔষধ ব্যাবহারের ক্ষেত্রে ?

উঃ পালার ক্ষেত্রে আপনের গরমের দিনে ঔষধ কম লাগে ।

প্রঃ আ"ছা ।

উঃ গরমের দিনে শুধু ফ্রেস পানি বেশি দিলে সেটা উপকার বেশি। শীতের দিনে ঔষধ বেশি লাগে।

প্রঃ ঔষধ বেশি লাগে খরচও এখানে একটু বেশি হয় ?

উঃ একটু খরচ বেশি হয়। ঔষধ বেশি লাগে তারপর বিদ্যুৎ বিল লাগে বেস অনেকগুলা লাইট জালাইতে হয় কিন্ত শীতের দিনে ই ভাল হয় ফলন ভাল হয়।

প্রঃ মানে বাওে তাড়াতাড়ি নাকি ?

উঃ তাড়াতাড়ি না বাওে লেটই কিন্ত মুরগী পাইলা আরাম আর কি।

প্রঃ মানে যেমন কিরকম ?

উঃ যেমন ধরেন মুরগী নিয়া চিন্ড্র করতে হয় না যে এই মুরগীডা স্ট্রোক করবনা তারপরে মুরগীরে ভিটামিন দিয়া যাইতেছে । মনে করেন যে শীত পরছে শীতের মধ্যে ভিটামিন দিলে সমস্যা হয় না, গ্রোথ আসে ভাল , শীতের দিনে হয় তো একটু বেশি পালতে হয় কিন্ত অনেক গ্রোথ আসে।

প্রঃ আ"ছা আ"ছা।

উঃ গরমের মধ্যে আবার ভিটামিন দাওয়া যায় না গ্রোথ কম হয়।

প্রঃ আ"ছা এই মুরগী তোলার পর থেকে বিক্রির আগ পর্যন্ড় পুরা সময় তো ধরেন বিভিন্ন ধাপে ধাপে এন্টিবায়টিক দিতে হয়, তো এরকম কোন ইয়ে আছে যে কতদিন আগে এন্টিবায়টিক বন্ধ করে দেন নাকি একদম ব্রিক্রি পর্যন্ড় চলতে থাকে ?

উঃ মেইন যদি কোন রোগ না হয় তাইলে ২০ দিনের পওে আর কোন এন্টিবায়টিক দিতে হয় না।

প্রঃ আ"ছা কেন দিয়ে হয় না এটার কি কোন নিয়ম আছে নাকি ?

উঃ রোগ নাই , যদি রোগ আইসা গেলো তই বাদ্ধতামুলক দিতে হয়।

প্রঃ মানে একদম ব্রিক্রির আগ মুহূর্ত পর্যন্ড় চলতে থাকবে ?

উঃ হ্যাঁ চলে, আর যদি রোগ না হয় তাইলে আর এন্টিবায়টিক হয় না।

প্রঃ কিন্ত ধরেন রোগ ছাড়াও আবার আগাম দিয়া রাখে ঔষধ।

উঃ না না । ওইটা ২০ দিনের পরে কোন আগাম টাগাম নাই, ২০ দিনের পওে যত ফ্রেস পানি খাওয়া যাই তত ভাল ।

প্রঃ আ"ছা আ"ছা।

উঃ মুরগী সুস্ থাকেল শুধু ফ্রেস পানির উপরেই মুরগী উইঠা যায়।

প্রঃ আ"ছা এইযে অসুখ বিসুখ হওার ক্ষেত্রে ঔষধ যে এত দিতে হ"ছ ঔষধ এর তো দাম অনেক বেশি তাতে কি আসলে ঔষধ বেশি ব্যবহার করাতে কি আপনার লাভ কমে যা"ছ কিনা মানে কোনটা হ"ছ?

উঃ কিছুটা, মুরগীর ঔষধ তো ব্যয়বহুল।

প্রঃ এই ধরেন ঔষধটা কম ব্যবহার করি আর এমন কোন অয়ে আছে যে অন্য কোন ভাবে পালে- একটু বেশি যত্ন নিয়ে নিলে যদি মানে ঔষধ কিনতে না হয় এরকম হয় কি ?

উঃ হয়।

প্রঃ তখন সে যত্নগুলা কিভাবে করতে হয় ?

উঃ মনে করেন যে ওই সারাক্ষণ ফার্মে পইরা থাকতে হবে, আপনের মুরগী যখন পাইখানা করবে তখন পাইখানা গুলা যদি উঠিয়ে ফেলা দেয়া যায় তাহলে ওই লিটার টা নষ্ট হইলনা।ওই লিটার টা ভাল থাকলো।মুরগীর পানি ফ্রেস মুরগী ভাল লিটার ভাল।

প্রঃ আ"ছা এইযে ধরেন এখানে ময়লার মধ্যে কি কি যেমন লিটার পরিষ্কার করতে হয় , লিটারটা হ"ছ একটা ব্যাচ মুরগী নাম্লে সব তুইলা ফালায় দাওয়া নাকি ?

উঃ হ্যাঁ সব মানে ওই ঘরই পুরাডা আবার নতুন কইরা তৈরি করতে হয়।

প্রঃ ঘর এ কি নিচে সিমেন্ট নাকি মাটি?

উঃ হ্যাঁ

প্রঃ নিচে সিমেন্ট ?

উঃ প-াসটার করা।

প্রঃ আ"ছা ।

উঃ সমস্ড় ময়লা ফালিয়ে দিয়ে আবার ঘর আপনের ব্রাশ দিয়া কামলা নিয়া ব্রাশ দিয়া ঘষতে ঘষতে।

প্রঃ কি দিয়ে ঘষেন ?

উঃ ব্রাশ।

প্রঃ ব্রাশের সাতে কিছু ব্যাবহার করেন ?

উঃ হ্যাঁ, পাউডার ব্যাবহার করা হয়।

প্রঃ হুইল নাকি ?

উঃ হুইল পাউডার ব্যাবহার করা হয় , তারপওে জীবাণুনাশকও ব্যাবহার করা হয়।

প্রঃ জীবাণুনাশক কোনটা দেন ?

উঃ এইযে টিমসন আছে, বিকন আছে এইগুলা দিতে হয় আর হইল তারপরে আবার ঘরটা সুকানর পওে তারপওে আবার পুরাটা ফ্লওে চুন দিতে হয়।

প্রঃ পুরাটা ফ্লওে চুন দিতে হয় আ"ছা। এছাড়া আর কি কি ধরনের ময়লা হয় ইয়ে ছাড়া ?

উঃ এছাড়া তো আর ময়লা নাই ।

প্রঃ আর এই ৩০-৩১ দিনে কি ওই একবারই পরিষ্কার করতে হয় নাকি বার বার করতে হয় ?

উঃ যখন মুরগী থাকবে না তখনি অইডা পরিষ্কার করতে হইব।

প্রঃ কিন্ ধরেন একটা যায়গা ভিজে গেছে বেশি ওই জাইগাটা কি করেন ?

উঃ তখন না তখন হয়তো ভিজে গেছে মুরগী রানিং আছে ভিজা জাইয়গাটা ময়লাটা ফালিয়ে দিয়ে ওইখানে আবার নতুন ময়লা দিয়ে দেই।

প্রঃ আ"ছা আ"ছা তখন ওইখানে নতুন ভুষি টুসি দিয়ে দেন ?

উঃ হ্যাঁ হ্যাঁ ।

প্রঃ আর ধরেন কোন মুরগী যদি অসুস্ দেখেন একটু মনে হ"ছ যে ঝিমা"ছ তখন অইটাকে কি করেন ?

উঃ ওইটা কিছু করার নাই হইত আমার সময় থাকলে যাইয়া দেকলাম যে ইয়ে আছে এখন সময় আছে এখন যাইয়া আমি ডাক্তার পাব তখন তাড়াতাড়ি কইরা ডাক্তার এর কাছে নিয়া যাইগা।

প্রঃ ওই মুরগীটা ?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ কিন্ ধরেন জবাই টবাই ররে খাওয়া হয়না বাড়িতে ? ধরেন দেখতেছেন যে মওে যাইতে পয়ারে?

উঃ হ্যাঁ অনেক সেগুলা হয়, আমি খুব একটা ইয়ে করি না কিন্ আবার করিও। যখন দেখতাছি যে ওইটা বাচার সম্ভাবনা নাই তখন জব কইরা ফেলি।এইগুলা অনেক করা হয়।

প্রঃ আ"ছা মুরগীর লিটার গুলা ফেলেন কোথায় ? পরিষ্কার করার পর ঐযে পরিষ্কার করেন যে লিটারগুলো ফেলেন কোথায়?

উঃ এইগুলা মনে করেন যে ঐ কিনাওে একটা গাতা করছি কিন্ রাখতে পারি না ।

প্রঃ কেন ?

উঃ ফেলতে ফেলতে মানুষ এ নিয়া যায়গা ।

প্রঃ লিটার তুলে নিয়ে যায় ?

উঃ হ্যাঁ ।

প্রঃ কেন কি করে ওটা ?

উঃ জাল করে রান্না করে।

প্রঃ ওটা দিয়ে রান্না কওে ?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ এমনে ক্ষেতে টেতে ব্যাবহার করে না কেও ?

উঃ ক্ষেতেও ব্যাবহার কওে তরকারি ক্ষেতে ব্যাবহার করে।

প্রঃ তার মানে আপনি এখানে ফেললে ওইটা মানুষ এ নিয়া ব্যাবহার করতে থাকে?

উঃ হ্যাঁ, নিয়া ফেলে।

প্রঃ অনেকর ইয়ে তে আমরা দেকছি যে ওইটা কিনতেই আসে লকজন মাছের খাবার হিসেবে ।

উঃ আগে নিত আগে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে, আমার কাছে কিনতে আসছিল আমি বলছি আমি এইযে এখানে রাখছি এখান থেকে নিয়ে যাইতে পারেন আমার টাকা পয়সা লাগবে না। পরে ট্রাকে করে নিয়ে গেছে।

প্রঃ আ"ছা আ"ছা ।

উঃ আমি বলছি আমার টাকা পয়সা লাগবে না । অইডা নিয়া জাকগা অইডা ময়লা জিনিস অইগুলা কি বিক্রি করমু। ওইগুলা নিয়া যানগা এখন আসে না। দুইবার নিয়ে গেছে ।

প্রঃ তো এখন কি ওইটা আসে না কেন ?

উঃ এখন মনে হয় ব্যবসা হয় না কারন ট্রাক ভাড়া দিয়া মনে হয় পুষায় না।

প্রঃ আ"ছা আ"ছা তো এখন যে মানুষ জন ব্যাবহার করতেছে ঐ আপনি ওইখানে ফেললে ওইখান থেকে নিয়ে যায় ?

উঃ নিয়া যাইয়া হয় কেও ক্ষেতে দেয় তরকারি ক্ষেতে দেয় কিংবা কেউ নিয়া ঐযে চুলায় রান্না কওে।

প্রঃ আ"ছা আর হ"ছ আপনার ।

উঃ আমি ফেইলে সারতেই পারি না ঐ দেহেন এই গত লাস্ট আ ফেলছি যাইয়া দেহেনগা ওইখানে কি"ছু নাই। সব নিয়া গেছেগা।

প্রঃ নিয়ে গেছে আ"ছা , তো মুরগী যখন মারা যায় অইগুলার ডেড বডীগুলো কই কারকাজ গুলা কোথায় ফেলেন ?

উঃ ওইগুলা আমার অইনে একটা কুকুর আছে ।

প্রঃ মানে ফেললেই কুকুর নিয়ে যায় ?

উঃ ফেলতেও হয় না ও ওখানে সব সময় থাকে দিলে সাতে সাতে খেয়ে ফালায়।

প্রঃ আ"ছা আ"ছা তো ।

উঃ কিন্ত আসলে এটা নিয়ম না , নিয়ম হইল ছুটো মট একটা গাতা কইরা গাতার ভিতওে ফেলে দাওয়া। এটাই নিয়ম।

প্রঃ নিয়মটা আসলে কনে ওইটার উপকারটা কি এটা করলে ?

উঃ ওইটা তো মারা গেছে অবশই ওইটার ভিতরে রোগ হইছে, তো আমার ভিতওে রোগ হইছে সেই কারনেই তো আমি মারা গেছি নাছি? তো ঐ মুরগীটার ভিতরেও হয়ত একটা রোগ হইছে সেই কারনে ও মারা গেছে। ওইটা যখনি আমি বাইরে ফেলব তখনি ঐ জীবাণুটা ।

প্রঃ ঐযে কুকুর বা পাখি পশুপাখি কি ছড়ানোর সম্ভাবনা আছে ?

উঃ এইটা তো আর আমি বলতে পারবো না, হা হা হা হা । আপনারই ভাল বলতে পারবেন কিন্ত বিশ্বাস যে ওইটা ঐরকম কইরা ফেললে ছরাবে।

প্রঃ তো আপনি যেহেতু আপনি জানেন হ্যাঁ , কিন্ত এটা করা হ"ছ না কেন ?

উঃ হা হা হা গাফেলতি ।

প্রঃ মানে একটা দুইটা মুরগীর জন্যে আবার কষ্ট গর্ত করা ?

উঃ হ্যাঁ আবার গর্ত করতে হবে ।

প্রঃ আর ঐযে ময়লাটা যে ওইখানে ফেলতেছেন মানুষ যে ব্যাবহার করতেছে আপনার কি মনে হয় এটা থেকে কোন অসুভিদা হইতে পারে ওদের ? এটা তো আপনি আর দি"ছন না তারা নিয়ে যা"ছ।

উঃ এটাও হতে পারে এটা আমি না করব সেটা না কারন অটা যেহেতু জীবাণু অবশই আছে । আছে দেইখাই তো ওইগুলা আমারা পরিষ্কার কইরা আবার নতুন গুলা দেই। তাইলে অবশই ওইটায় জীবাণু আছে।

প্রঃ তো এইযে এই কাজগুলা করা পরিষ্কার করা ধরেন এইযে একটা কথা বললেন গর্ত করে ফেলার নিয়ম কিন্ত গর্ত করে ফেলা হয়না , অনেকেই আমি দেকছি মেক্সিমাম লোকই সেটা করা না, তো আবার ময়লা গুলো গর্ত করে ফেলে মাটি চাপা দিয়ে রাখার কথা সেটাও রাখা হয় না , তো আইগুলর মুল কারন গুলো কি ? বাঁধা গুলো কি কি মানুষ এটা কেন করে না ? শুধু আপনার কথা না সাধারনত মানুষ কেন করে না ?

উঃ এইটা কার জন্যে ইয়ে না কিন্ত কেওই করে না কিন্ত অরজিনালি এটা এইভাবে ইয়ে করতে হয়।

প্রঃ মানে কেন করে না এটা কি আলশামি ?

উঃ এটা গাফেলতি হ্যাঁ। মনে করেন যে এক হাজার মরগি যখন একটা ফার্মে পালবে তখন ঐ ফার্মে ওইগুলা ঐ ময়লাডি গর্ত কইরা ফেলতে গেলে দুটা কামলা লাগবে।

প্রঃ আচ্ছাআচ্ছাকামলা খরচ দিতে হবে?

উঃ হ্যাঁ কামলা খরচ দিতে হবে দুইটা কামলার অলরেডি দুইদিন টাইম লাগবে, একদিন তো গাতা করতেই লাগবে তারপওে আবার ওইগুলা সারা ঘর থেকে নিয়া ফেলতে হবে তখন তো, এখন তো মনে করেন সুকনা ময়লা একটা আর ভিজা ময়লা আরেকটা , আর ওইগুলা হইল সারা ঘর থিকা বেলচা দিয়া ইয়ে করতে করতে ফেলতে হবে তাদেও অনেক টাইম লাগবে ।

প্রঃ এখন যে কামলা দিয়ে পরিষ্কার করেন একদিন লেগে যায় ?

উঃ হ্যাঁ আমার এই ৫০০ ঘরের ময়লা পরিষ্কার করতে একদিন লাইগা যায়।

প্রঃ কয়জন কামলা লাগে ?

উঃ দুই জন।

প্রঃ দুই জন কামলা লাগে আচ্ছা , তো পরিষ্কার করার সিস্টেমটা কি ?

উঃ যারা পরিষ্কার কওে ওরা ই কওে ওইগুলা বেলচা আছে বেলচা দিয়া খুরায় ।

প্রঃআচ্ছা ওইগুলা আটকায় থাকলে খুচায় তুললতে হয় না ?

উঃ হ্যাঁ আমার ইয়ে আছে ব্রাশ আছে, ব্রাশ দিয়ে খুঁচাই তুলে । ঐ সম্পূর্ণ ময়লা ফেলে দেয়।

প্রঃ এটা কি বেলচা তে নিয়ে তারপরে কি কোন ঝুরি তে ফেলে ?

উঃ বস্ড়ায় কওে ফেলে দেয়, বস্ড়া কওে নিয়ে যায় ।ফালায় আক জায়গায় তারপওে অডা আপনার আধা ঘন্টা পনে এক ঘন্টা পুরাটা ঘরে পানি দেয় ভিজাইয়া রাখি কতখন, ভিজাইয়া রাখে তারপওে ব্রাশ দিয়া ডলে।

প্রঃআচ্ছা এইযে ময়লা পরিষ্কার করা বা মুরগী ধরা বা জত্মাতি করার ক্ষেত্রে আপনার নিজের সাস্থে’ও যেন কোন ক্ষতি না হয় তার জন্যে কি আসলে কোন সেফটি কোন ইয়ে করা হয় কিনা ?

উঃ সেটা তো এখন আর আমরা জানি না, আমরা তো খালি করতেয় আছি কামলার মত কাজ।

প্রঃআচ্ছা কিন্তু ধরেন কোন ধরনের হেন্ড গ্লাপস জুতা বা এ ধরনের কোন কিছু ব্যাবহার করা হয় না ? আ”ছা আপনি যে জুতা বাইরে পরেন ওইটা নিয়ে কি ফার্মে ঢুকতে হয় নাকি চেঞ্জ করেন ?

উঃ না চেঞ্জ আছে।

প্রঃ ও ভিতরে জুতা আছে ? কিন্‘ গ-াপ্স পরা হয় না নিয়ম হয় কিন্‘ আমি দেখি নাই কখনো।

উঃ না আমি কয়েক জায়গাই ইয়ে দিতে গেছি তারা ডাক্তার তো অগর বইলাই দিছে যে আপনারা গ-াপ্স ব্যাবহার করবেন মাস্ক ব্যাবহার করেবেন।

প্রঃ কিন্তু এটা কেন ব্যাবহার করা হয়না সাধারণত মানুষজন ?

উঃ এইযে কার কোন ইয়ে নাই বাংলাদেশে তো কোন লোক এই ধরনের কাজে মারা যায় নাই ।

প্রঃ আচ্ছাআচ্ছা বিষয় টা গুর“ত্ত পায়নাই ?

উঃ হ্যাঁ চিনে পাইছে ।

প্রঃ আচ্ছাআচ্ছা।

উঃ কাল কে আজকে পেপার এ পরলাম আরও ১০০ জন মারা গেছে চিনে।

প্রঃ এই মুরগীর ইয়ে থেকে ?

উঃ হ্যাঁ বার্ড ফ্লু রগে ।

প্রঃ আ"ছা এই ময়লা ফেলার ক্ষেত্রে সময়ের সাতে কি কোন পরিবর্তন আছে কিনা যেমন ধরেন এখন শুকনা ঐ জায়গায় ফেললেন কিন্ত বর্ষা কালে তখন কি করেন ? বর্ষা কালে তো চারপাশে পানি উঠে তখন ময়লাগুলা কোথায় ফেলেন ?

উঃ তখন ময়লা মানুষ এ কোথায় ফেলে আমি বলতে পারবনা কিন্ত আমি যেখানে ফেলি সেখানে পানি উঠে না ।

প্রঃ আ"ছা ওইখানে ফেলেন সবসময় ?

উঃ আমার জাইগা অনেক উচা অইখানে পানি উঠে না কোন সময়।

প্রঃআচ্ছা ধরেন আপনি আজকে খাবার দিলেন পানি দিলেন বা ইয়ে করলেন তো এই খাবারের ট্রে টা কইদিন পর পর পরিষ্কার করতে হয় বা পানির যে ফিল্টার ওইটা কইদিন পর পর পরিষ্কার করতে হয় ?

উঃ খাবারের প্লেট্টা পরিষ্কার করতে হয় না।

প্রঃ আচ্ছাআচ্ছা ওইটা কি ড্রাই খাবার দেখে?

উঃ খাআর ওইটা শক্ত খাবার ওইটা কিছু হয়না নিচে যদি গুরা খাবার টাবার থাকে ওইটা ঝাকি দিয়া ফালাই দিয়া আবার নতুন খাবার দেই। ওইটা কোন সমস্যা নাই। কিন্তু পানির টা ওইটা প্রত্যেক দিনিই মাইজা সাবান দিয়া মাইজা দিতে হয়।

প্রঃআচ্ছা কে কওে এই কাজগুলো ?

উঃ আমি।

প্রঃ তো অনেকগুলা তো এখানে মনে হয় তাইনা ?

উঃ অনেক না অল্প।

প্রঃ দিনে কয়বার পানি দিতে হয় চেঞ্জ করতে হয়?

উঃ দিনে পানি চেঞ্জ করতে হয় এই শীতের দিন তাও আজকে আমি দুইবার দিছি আরেকবার দিবো তিনবার।

প্রঃ তিনবার আ"ছা কোন কোন সময় সেটা ?

উঃ সকালে দুপওে আর রাত্রে।

প্রঃআচ্ছা আর ঔষধ টুসধ দিলে কি ওইটা পানির মধ্যে দিয়ে দিলে হয় ?

উঃ হুম।

প্রঃআচ্ছা এই মুহূর্তে কি কি ধরনের ঔষধ ব্যাবহার করছেন মুরগীর জন্য?

উঃ এই মাসে দিয়েছি নেপ্রপিন (বুঝা যায় নাই ভাল করে টাইম ২১ঃ২৬ সেকেন্ড) তারপরে ককটিপ,ইপি স্কয়ার এর ।

প্রঃআচ্ছা এইগুলা কিশের জন্য ঠান্ডার ?

উঃ ককটিপ ইপি হ”ছ আপনার য়ামাসার জন্যে নেপ্রপিন হচ্ছে পেটে পানির জন্যে।

প্রঃ আ”ছা মুরগীরও পেটে পানি জমে ?

উঃ হ্যাঁ। পানি শক্লে মুরগীটা মারা যায়।

প্রঃ এইযে মুরগিগুলা যে ধরতেছেন, ধইরা আসার পর কি করেন ? সাধারণত ধরেন অন্য কাজ করেলেন তখন কি করেন ? মানে মুরগীর যত্নাতি করা খাবার দাওয়া , পানি দাওয়া , চেক করলেন ধরলেন তখন আসার পর কি করা হয় ?

উঃ আসার পর কিছু না আমার ওইখানে কল আছে আসার সময় হাত মুখ ধুইয়া আয়সা পরি।

প্রঃ মানেহ কিভাবে হাতটা ধন ?

উঃ পানি দিয়েই হাত ধুইয়া আসি সাবান টাবান ব্যাবহার করি না। যদিও এটা করা উচিত।

প্রঃ কিন্তু সাধারণত কেন করা হয় না সাবান দিয়া ?

উঃ গাফেলতি। না যখন দেখা যায় অতিরিক্ত বেশি ময়লা হইয়া গেছেগা শরির তখন সাবান ব্যাবহার না করলেই হয় না।

প্রঃআচ্ছা মানে যখন বেশি ঘিন্নার ইয়ে হয় তখন ?

উঃ হ্যাঁ।

প্রঃ সাধারণত পরিষ্কার করে বা এইগুলা করে আসেন কোন সময় টায় ?

উঃ এটা যখনি কাজ করি তখনি, সবসময় ।

প্রঃ তাহলে মুল বাধার কোথা বললেন যে একটা হ”ছ নিজের অবহেলা বা গুর“ত্ত না দেওয়া আর ময়লা ফেলার বেপাওে আপনি বললেন যে সেটা একটা আর্থিক বাপার আছে , যেহেতু খরচের বিষয় আছে এখানে আ”ছা। আর আপনি সাবান টাবান দিয়ে যে আপনি গুরা দিয়ে ধন এটা তো আপনার পাকা ফ্লোর দেখে সাবান ব্যাবহার করতে পারতেছেন। যারা পাকা ফ্লোর না তারা তো ব্যাবহার করে না ।

উঃ তারা ঐযে ইয়ে ভাল কইরা ইয়ে করে পরিষ্কার কইরা অইত মানুষ আছে কিংবা নিজেরা তারা নিজেরাই আবার ফ্লিরার (ফ্লোর) লেইপা শক্ত কইরা আবার চুন দিয়া দেয়। এটা বিষয় না ফ্লোরটা আপনের ওইটা আমরা একটু সাবধানতার জন্য স্প্রে করি কিন্‘ সমস্’ জীবাণু মরার রাস্ড়া এক্টাই সেটা হইল চুন।

প্রঃ চুন দেওয়া এটা তে কি চুন দেওয়া হয় এটা ফ্লোর পাকা ফ্লোর ?

উঃ হ্যাঁ তাও চুন দিতেই হবে । চুন ছাড়া উপাই নাই।

প্রঃ আ”ছা এইযে পালতে হয় কিভাবে কত ঔষধ দিতে হয় এইগুলর খুজখবর জানেন কোত্থেকে ?

উঃ এইগুলা আমরা পালতে পালতে পওে ডাক্তারের কাছে আপ ডাউন করতে করতে।

প্রঃ ডাক্তের মানে কি উপজেলা হসপিটাল নাকি ডিলার ?

উঃ না উপজেলা হসপিটাল ।

প্রঃ ওইখানে যান আপনি ?

উঃ হ্যাঁ ।

প্রঃ বেস খানেকটা দূওে মনে হয় ? দূও হইলেও যাইতে হবে কারন আমাদেও ওইটাই ।

উঃ গুরাই , ওইটাই কি আপনের মেজর সমস্যা হইলে যান নাকি ছোট খাট সমস্যা হইলেও যান ?

উঃ না মেজর, যেটা আমরা না বুঝি।

প্রঃআচ্ছা, যেগুলা আপনি না বুঝেন । তেমনি ছোট খাট যেগুলা রেগুলার অসুখ সেগুলা তো আপনি জানেন ঔষধ গুলা কি কি ?

উঃ হ্যাঁ । কিন্ত যখনি দেখা যায় একটা বা দুইটা মুরগী মারা গেছে সেই রোগটা তো আমরা ধরতে পারবো না তখন উনাদের কাছে গেলে উনারা ।

প্রঃ এটা কি কার কাজটা নিয়ে যাইতে হয় , পাখি টা নিয়ে যাইতে হয় ?

উঃ হ্যাঁ ।

প্রঃ নিলে গেলে কি উনারা কেটে দেখে ?

উঃ হ্যাঁ উটা ওরা ইয়ে করে।

প্রঃআচ্ছা এমনে কি ডিলার টিলার দের কাছে কি বিভিন্ন তথ্য পান ?

উঃ না না ওরা তো কি ডিলার রা কি বুজবো।

প্রঃ মানে ডিলার রা কি তাদের যা আছে সেটাই গছাই দাওার চেষ্টা করে ?

উঃ না ওদেও কোন ইয়ে নাই।

প্রঃ অরাও জানে না আসলে ঠিক মত ?

উঃ ওরা বলতেই পারবে না । মুরগীর ভিতরে কি হইছে ডাক্তার ছাড়া ওরা বলেত পারবে না ।

প্রঃ না না কিন্তু এমনে টুক টাক ঔষধ যেগুলো হ্যাঁ ।

উঃ ডাক্তের রা ঔষধ বিক্রি কওে ডাক্তার রা ঔষধ লেইখা দিলে সেই ঔষধটা তারা নাম দেয়খা তাদের ঐখানে থাকলে নিয়া আসি।

প্রঃআচ্ছা কিন্তু ঔষধ কিভাবে খাওয়াইতে হবে পানি কিভাবে খাওয়াইতে হবে কোন কোন এন্টিবায়টিক ব্যাবহার করতে হবে । এটা কি সরকার থেকে?

উঃ ঔষধ এর গায়ের মধ্যে লেখাই আছে ।

প্রঃ ওখানে কোন নির্দেশনা আছে যে কিভাবে ?

উঃ হ্যাঁ আছে কাগজ আছে ঔষধের প্যাকেটে।

প্রঃ আচ্ছাআচ্ছা কিন্তু সরকার থেকে কোন নির্দেশনা আছে কিনা যে এই ভাবে এই ভাবে ঔষধ ব্যাবহার করতে হবে ?

উঃ জানি না।

প্রঃ এরকম জানেন না আ"ছা।

উঃ ডাক্তারাই বইলা দিবে লেইখা দিবে এইটা এতটুক পানিতে এতটুক ঔষধ।

প্রঃ আর এমনে গভমেন্ট থেকে আপনি কি আশা করেন উপজেলা যে ইয়ে বলেন এখান থেকে কি আশা করেন আপনি সাধারনত যে কোন কোন সাপোর্ট গুলা আপানর দরকার?

উঃ সেগুলাত মনে করেন যে গুরাই অফিস এ গেসিলাম এর আগে অনেকদিন আগে তখন যে লোকটা ছিল সে আমাকে বইলা দিল যে আপনার ইয়ে দিয়ে যান এড্রেস দিয়া যান আপনার ফার্ম রেজিস্ট্রেশন কইরা দেওয়া হবে। সে নাই আর কোন খবর নাই। কিন্তু রেকিস্ট্রেশন করা থাকলে ভাল সারকার থেইকা ইয়ে পাওয়া যায়।

প্রঃ আচ্ছাআচ্ছাএছাড়া এটা একটা বললেন এছাড়া আর কোন সাপোর্ট কি আপনি আসা করেন ওইখান থেকে?

উঃ না আর কি আসা করবো, ওইখান থেকে তো আর কোন কিছু আসা করা যায় না আর হইল যেটা মুরগা মুরগী লইয়া আয়ে ঐ লোক হইলে পওে গেলে বাওে তারা চিকিৎসাটা দিয়া দেয়।ঐ চিকিৎসা তো আমরা দিতে পারবো না। হাঙ্গাদি তারা ডাক্তার মুরগীটা কাটল, কাইটা কি রোগটা হইছে সঠিক ঔষধটা দিলো এটাই আমাদেও উপকার।

প্রঃ আচ্ছাআর হচ্ছে একটু জিজ্ঞেস করি যে আপনাদেও পরিবারের যখন কোন অসুখ বিসুখ হয় আপনার বা আপানর পরিবারের কার তখন এন্টিবায়টিক ঔষধ কখনো খাওয়ান কিনা ?

উঃ ডাক্তার দিলে খাইতে হয়।

প্রঃ ডাক্তের দিলে খাইতে হয়।

উঃ আমরা তো কোনটা এন্টিবায়টিক কোনটা কি এটা তো আমরা বুজবো না , এটা বুঝতে হইলে ডাক্তারের কাছে যাইতে হবে।

প্রঃ এন্টিবায়টিক খাওয়ার ভাল দিক গুলা কি থাকতে পাওে ?

উঃ এন্টিবায়টিক খাইতে গেলেই তো আপনের এন্টিবায়টিক যহনি দেকবো যে একটা ঔষধ দিলো ৩ দিনের ডস তহনি আমরা মনে করি এটা এন্টিবায়টিক।

প্রঃআচ্ছা যখন বলে যে ৩দিন খাইতেই হবে তখন মনে করেন যে এটা এন্টিবায়টিক , তো এটার ভাল দিক আছে কোন এন্টিবায়টিক ব্যাবহারে।

উঃ ভাল আর মন্দ এটা তো আমাদেও বুঝার কোন ইয়ে নাই।

প্রঃ মানে কোন উপকারি দিক নাই ?

উঃ উপকারি দিক বলতে ভাল হইলে ভাল রোগ সারলে ভাল ।

প্রঃ খারাপ কোন দিন আছে এন্টিবায়টিক এর ?

উঃ সেটাও তো আমরা বলতে পারবো না, খারাপ সেটা তো ডাক্তারই বলবে আমরা কিভাবে বলবো।

প্রঃআচ্ছা কিন্তু মুরগীর ক্ষেত্রে এন্টিবায়টিক তো অনেক ব্যাবহার করা হয় বিশেষ করে অসুখ এর খবর যখন আসে পাশে সম্ভাবনা থাকে তখন আগাম দিয়ে দাওয়া হয় হুম এইযে মুরগীর বারার জন্য আপনার অনেক বেশি এন্টিবায়টিক দাওয়া হয় এই জিনিসটা কি ।

উঃ মুরগী বারা এন্টিবায়টিক মুরগীর বারার জন্য এন্টিবায়টিক দেওয়া হয়না ভিটামিন ।

প্রঃআচ্ছা কিন্তু অতিরিক্ত রকম ঔষধ ব্যাবহার করা বা এইযে ?

উঃ অতিরিক্ত ঔষধ ব্যাবহার করলে মুরগী ভাল হবে না ।

প্রঃ কি হবে তখন ?

উঃ তখন মুরগীর যেকোনো একটা ইয়ে হবে ।

প্রঃ অসুভিদা হবে ?

উঃ অসুভিদা হবে। ভাল হবে না যেকোনো একটা রোগ হবে।

প্রঃআচ্ছা।

উঃ এন্টিবায়টিক বেশি খাওাইলে ঐ এন্টিবায়টিক বেশি খায়াইলেও যেকোনো একাটা এফেক্ট হবে অইডা তো আর আমরা বুঝতে পারবো না জহনি দেকব যে মুরগী এন্টিবায়টিক খাইতে খাইতে বেশি ইয়ে হইয়া গেছেগা ডাক্তারের কাছে নিলাম ডাক্তারই তহন ডাক্তারই বইলা দেয় এটা এন্টিবায়টিক বেশি খাওয়াইছেন।

প্রঃ আচ্ছাআচ্ছা কিন্তু সাধারণত লোকজন বুঝে হক না বুঝে হক প্রচুর এন্টিবায়টিক ব্যাবহার করে বিশেষ কওে ডিলারা তো বলে দেয় এটা না ওদেও তো বিক্রির দরকার হুম তো আপনি হইত আপনি জানেন দেখে সেটা সচেতন ভাবে ওইটা মানে করবেন কি করবেন না সেটা আপনের নিজের ডিসিশন নিতে পারেন কিন্ত বেশির ভাগ যারা খামারি তারা তো ধরেন , যারা শিক্ষিত না বা ওইভাবে জানে না হুম তাদেও তো ডিলার জেটা বলে সেটার উপরেই নির্ভও করতে হয় ডিলার যদি বলে যে এই এন্টিবায়টিক টা খাও তাইলে মুরগী বারবে ওরা তো অনেক কোথাই বলে তো এই জিনিসটার কোন ক্ষতিকর দিক আছে বলে মনে হই কিনা আপনার? আমি যখন অনেক ইসের সাতে কোথা বলছি উনারা বলে যে আমরা তো আসলে কিছু জানি না ডিলার যখন যেটা বলে এটা কর তখন আমরা করি একটা নতুন ঔষধ আসলে বলে এইটা খাও মুরগী তাড়াতাড়ি বারবে, আপনাদেও কোথা বলছি না আমি সাধারন ইয়ে দের কোথা বলছি।

উঃ এহন ওরা যদি না বুঝা আনে তাইলে তো কিছু করার নাই, হয়তো অর জন্যে একটু ক্ষতি টাকার মাত্রাটা বাইরা গেলো খরচটা বাইরা গেলো ।

প্রঃ মুরগীর ক্ষেত্রে মুরগীর কোন সমস্যা হয় কিনা ?

উঃ অতিরিক্ত ঔষধ খায়াইলে তো অবশ্যই হবে । গরমের দিনে অতিরক্ত ভিটামিন খায়াইলে মুরগী ভাল হবে না শীতের দিনে ভিটামিন খাওয়ান যাই শীতের দিনে সমস্যা হয় না কিন্তু গরমের দিনে ভিটামিন খাওাইলে উনারি লস হইব , ফার্মাওে লস হইব ।

প্রঃ মানে খরচ বাইরা যাবে ?

উঃ খরচ বাইরা যাবে মুরগী ভাল হবে না ।

প্রঃ আচ্ছা , আর হচ্ছে এইযে এতদিন ধরে মুরগী পালতেছেন এর মধ্যে কি কখনো মনে হইছে যে কোন একটা অসুখ বিসুখ হইসে আপানর মনে হইছে যে এটা পোল্ট্রি থেকে আসতে পারে ? বা এই কারন এ হতে পাওে ?

উঃ আমার ?

প্রঃ হ্যাঁ , বা আপানর পরিবারের কারো ?

উঃ না এরকম কিছুর ধারনা হয় নাই।

প্রঃ কখনো হয় নাই।

উঃ না। কিন্তু এটা হইতেও পারে কারন যেহেতু আজকে আমি পেপার দেয়খা আসলাম যে চিনের বার্ডফ্লুতে ১০০ লোক মারা গেছে।

প্রঃআচ্ছা ।

উঃ সেটা মুরগীর বার্ডফ্লু সেটাতেও মানুষ মরছে তাহলে বাংলাদেশে হতে এমন কোন ইয়ে নাই হতেও পারে।

প্রঃআচ্ছা , তো ঠিক আছে অনেক ধন্যবাদ , অনেক সময় নিয়ে নিলাম।